14-8-37

শশিনাথ

মনীন্দ্র সিংহের প্রযোজনায়

-চিত্রমন্দিরের-

- - প্রথম নিবেদন - -

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শশিনাথ

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার, ১৪ই আগষ্ট

রূপবাণী

ংগঠনকারীগণ :

যোজক :
নীন্দ্র সিংহ
কথা ও কাহিনী :
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়.
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ম্মযোগী রায়
সঙ্গীত-পরিচালক :
অনাথ বসু
বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশক :
ধীরেন মোদক
ব্যবস্থাপক :
অনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রধান-যন্ত্রী :
চার্লস ক্রাড
আলোকশিল্পী :
ভি, ভি, দাঁতে
শব্দধর :
এ, গফুর
রসায়নাগারাধ্যক্ষ
জগৎ রায় চৌধুরী
চিত্রসম্পাদনা :
সুকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও-এ গৃহীত

সহকারীগন

পরিচালনায় : কুমার সেন

আলোকচিত্রে : জগদীশ

শব্দযন্ত্রে : ইয়াসিন

রসায়নাগারে : পূর্ন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রসম্পাদনায় : সুধীন্দ্র পাল

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচারকার্য্যে : শৈলেন দে

রূপশিল্প : মতিলাল ও মনিলাল

রূপসজ্জা : আসগর আলি ও বিমলমিত্র

চিত্রসংরক্ষক : অনিল ঘোষ

গল্পাংশ

মানুষের চেতন মনের অভিমান অহঙ্কার প্রভৃতি বৃত্তিগুলি অবচেতন মনের কত প্রকৃত সত্যের দ্বার নিরুদ্ধ রেখে জীবনধারাকে ভুল পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে অনর্থ ঘটায়, শশিনাথ তার নিজের জীবনে সেই শোচনীয় ট্র্যাজেডি সপ্রমাণ করেছে। শুধু ঘটনা-সংঘাতের দিক দিয়েই নয়, মনোজগতের অপরূপ ঘাত-প্রতিঘাতের লীলায় এই অশ্রু-হাসির টানা-পোড়েনে বোনা ধূপছায়া-কাহিনীটি যৎপরোনাস্তি কৌতুকাবহ।

১

সোমনাথ ও শশিনাথ দুই সহোদর ভাই; উর্ম্মিলা সোমনাথের স্ত্রী এবং লীলা উর্ম্মিলার অবিবাহিতা ভগ্নী। সোমনাথের সহিত উর্ম্মিলার বিবাহের পরদিন পিতৃ-মাতৃহীনা লীলাও বিবাহ-চুক্তি অনুযায়ী সোমনাথের সংসারে এসে স্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করলে, এবং সোমনাথ-শশিনাথ দুই ভাইয়ের নিরবশেষ স্নেহের সিঞ্চনে পুষ্প-পল্লবশোভিত সুষমাময়ী লতার মত তাদের সংসারে সযত্নে লালিত হ'তে লাগল। সোমনাথ ও শশিনাথের সহোদরা ভগ্নী ছিল না। তারা লীলার মধ্যে তাদের সেই অভাবপূরণের আনন্দ অনুভব করত। তাই মনে হ'ত লীলা যেন ভিন্ন কানন হ'তে উচ্ছিন্ন বল্লরী নয়,—যেন সে এই পরিবারেরই একটি পুরকন্যা।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে যে এ সংসারের বধূ হ'বে, এমন একটা কল্পনা সংসারের আবহাওয়ার মধ্যে ক্রমশই আকার গ্রহণ করতে লাগল। সে কথা বোধহয়

সর্ব্বপ্রথম উদিত হয়েছিল উর্ম্মিলা এবং সোমনাথের মনে। তারপর নানাভাবে নানাদিক থেকে সঞ্চিত আশ্বাসে অনুমানে লীলার মনের মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি লাভ করেছিল তা' শশিনাথের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের ;—তবে দিনে দিনে ধীরে ধীরে তার পরিপূর্ত্তি ব'লে তার মধ্যে উচ্ছলতা ছিল না, ছিল গভীরতা। সে অনুভব করত, কিন্তু প্রকাশ করত না। ভবিষ্যতে কোনো-একদিন শশিনাথের সহিত তার বিবাহে এই অনুরাগের অনন্যগতিক পরিণতি হবে—এই রকম একটা বিশ্বাসের নিশ্চিন্ততায় তার মন শান্ত ছিল।

শশিনাথেরও মন শান্ত ছিল, কিন্তু ভ্রমাত্মক ধারণার ছলনায় তার হৃদয়ের অন্দর-মহলে লীলার প্রতি যে অনতিবর্ত্তনীয় প্রেম বর্ত্তমান ছিল, বহির্মহলের একটা অনভিজ্ঞাত আত্মাভিমান সেই প্রেমকে স্নেহের ছদ্মবেশ পরিয়ে তার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত ক'রে রেখেছিল। আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী মানুষ, আমি এক সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, আমি দৃঢ়, সংযত, লীলার অগ্রজস্থানীয় ব্যক্তি,—সুতরাং তার প্রতি আমার প্রেমও যেমন অসম্ভব ব্যাপার, তার সহিত বিবাহও তেমনি অদ্ভুত কল্পনা! ইত্যাদি।

এই ভ্রান্ত ধারণাকে, এই অহমিকাকে কেন্দ্র ক'রেই শশিনাথ-কাহিনীর সমস্ত বেদনা সমস্ত ট্র্যাজেডি আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে।

২

প্রথম যেদিন উর্ম্মিলা লীলাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব শশিনাথের কাছে স্পষ্টভাবে উত্থাপিত করলে, সেদিন শশিনাথ কথাটাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলে; বললে, "বিয়েটা যদি শুধু নিজেকে নিয়ে একটা ব্যাপার হোত তা হ'লে তোমার কথায় আমি দিনের মধ্যে তিনশ বার বিয়ে করতাম। কিন্তু এ যে নিজের সঙ্গে অন্য আর-এক জনকে বাঁধতে

হবে। আমাদের হিঁদুর ঘরে সে আবার এমন বাঁধন যে, কাটবে ছিঁড়বে, কিন্তু খুলবে না।"

সোমনাথ যেদিন কথাটা তুললে সেদিন শশিনাথ প্রস্তাবটার একান্ত হাস্যকরতা নিয়ে প্রথমে তাকে খানিকটা পরিহাস করলে; বললে, "দুটো সম্পর্ক ভেবে দেখলে তোমার নিজেরই হাসি পাবে,—শালী হবে ভাদ্রবউ, আর ভাই হবে ভায়রা-ভাই! যে তোমাকে পিটুলি গুলে খাওয়াতে পারে, তোমার ছায়া মাড়ালে তাকে গঙ্গাস্নান করতে হবে!" তারপর খানিকটা মিষ্ট তিরস্কারও ক'রে বললে, "দেশে ত' সৎ পাত্রের অভাব নেই—আর আমরা ত ঠিক করে রেখেইচি যে লীলার বিয়েতে বোনের বিয়ের সখ মেটাব। তবে যদি খরচ বাঁচাবার মতলবে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও, তা হ'লে আমি বলচি তোমাকে এক পয়সাও তোমার খরচ করতে হবে না, লীলার বিয়ের সব খরচ আমি আর বউদি বহন করব। লীলা যেন স্বপ্নেও এ কথা মনে না করতে পারে যে, সে তোমার আশ্রয়ে আছে বলে তুমি সৎ পাত্রের চেষ্টায় একবার রাস্তা পর্য্যন্ত মাড়ালে না, বাড়ি থেকেই সস্তা মাল ধ'রে দিতে চাও।"

এ কথার উত্তরে সোমনাথ বেচারী আর কি বলবে! তার মুখে মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল; "পাগল শুধু পাগলা গারদেই থাকে না—বাইরেও থাকে দেখচি!" ব'লে সে প্রস্থান করলে।

বারম্বার প্রত্যাখ্যান হেতু ক্রমশঃ উর্ম্মিলার মনে একটা উগ্র অভিমান দেখা দিলে। শশিনাথ এবং উর্ম্মিলার মধ্যে দেবর-ভাজের সম্পর্কটা অত্যন্ত মধুর এবং আন্তরিক ছিল ব'লেই এই অভিমানটা হ'ল যৎপরোনাস্তি প্রবল। তাই একদিন যখন শশিনাথ লীলাকে দেখাবার জন্য তার ধনকুবের বন্ধু সুধীরকে ধ'রে নিয়ে এল, উর্ম্মিলা

প্রথমেই অভিমান ভরে বললে, "ও আমি চাইনে!" কিন্তু যখন শুনলে যে স্বর্গীয় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র সুধীর শুধু বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির অধিকারীই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সে একটি উজ্জ্বল রত্ন,—অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই বরপুত্র,—এবং সোমনাথ যখন বললে, "অনেক পুণ্য থাকলে লীলার এ বিয়ে হবে।" তখন ছোট বোনের সৌভাগ্য-কল্পনায় প্রলুব্ধ হ'য়ে সে অভিমান পরিত্যাগ করল।

একটু ছলনার আশ্রয় নিয়ে, দেখাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য লীলার কাছে গোপন রেখে, লীলাকে দেখানো হ'ল। লীলা কিন্তু সবই বুঝতে পারলে, আর বুঝতে পেরে দেখানোর সময়ে ঘৃণা ও বিরক্তিতে তার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে উঠল। যে প্রেম এতদিন মনের মধ্যে সহজ শান্ত হয়ে ছিল, আজ তা এইরূপে নাড়া পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলে না।

সুধীর কিন্তু লীলাকে দেখে একেবারে বিমুগ্ধ হ'য়ে গেল। তাই দেখানো হ'য়ে যাওয়ার পর শশিনাথ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন দেখ্‌লে বল?" উত্তরে সে বললে, "কবে দিন স্থির করছ বল?" শশিনাথ হাসিমুখে বল্‌লে "চিরকালের সুধীরকে আধ ঘণ্টায় যে অধীর করে দিতে পারে, স্বীকার করতেই হবে সে অসীম ক্ষমতা ধারণ করে। উত্তরে সুধীর সহাস্যে বললে, আমি স্বীকার করছি ভাই, সত্যিই সে অসীম ক্ষমতা ধারণ করে। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মত ভেদ নেই।"

সুধীরের সঙ্গে লীলার বিবাহ স্থির হ'য়ে যাওয়ার

উর্ম্মিলা সহাস্যে বল্‌লে, "এ মন্দ কথা নয় ঠাকুরপো, লীলা ভালবাসলে তোমাকে, আর তার জন্যে দায়ী হলাম আমি আর তোমার দাদা,—আর তুমি একেবারে দায়ে খালাস! চোর যে, সে হ'ল সাধু—আর যাদের কাছে চোর ধরা পড়ল, তারা হ'ল অপরাধী!"

শশিনাথ বল্‌লে, "তা ত নয়। চুরি করবার প্রলোভন দেখিয়ে সাধুকে যারা চোর ক'রে তুল্‌তে চায় তারাই হ'ল অপরাধী। কিন্তু সে কথা যাক্, লীলা নিজের মনই বা কি বোঝে, আর নিজের ভাল-মন্দই বা কি বোঝে! আমি সব ঠিক ক'রে নেব—তুমি কিছু ভেবনা বউদি!"

এই 'সব ঠিক ক'রে নেওয়ার' জন্যে শশিনাথ লীলাকে নিয়ে একদিন অপরাহ্ণে বোটানিকাল গার্ডেনে উপস্থিত হ'ল। সেখানে সে প্রথমে লীলার মনের প্রকৃত অবস্থার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হ'ল। অত্যন্ত পীড়াপীড়ির ফলে সে লীলার মুখ থেকে স্পষ্ট কথাই পেলে যে, সুধীরের সঙ্গে বিবাহ তার মনঃপূত নয়। শশিনাথেরই সহিত বিবাহ তার মনের বাসনা কি না, সে প্রশ্নের সুস্পষ্ট মৌখিক উত্তর না দিলেও নিগূঢ় মৌনতার দ্বারা লীলা সে-কথাকেও অস্পষ্ট রাখলেনা। শশিনাথও মৌনকে সম্মতির লক্ষণ বলেই অনুমান করলে।

শশিনাথের প্রতি তার ভাগ্যদেবতার এই শেষ সুযোগ-নিবেদন। কিন্তু আত্ম-প্রতারিত শশিনাথ এখনও তাকে অবহেলা করলে। এখনও সে নিজের হৃদয়ের অন্তস্থল তলিয়ে দেখে বুঝলেনা যে, যে-ব্যাধির জন্য লীলার চিকিৎসা করতে সে উদ্যত হয়েছে সেই একই ব্যাধির বীজে তারও মর্ম্মস্থল পীড়িত। তাই সে নিজের যথার্থ পদমর্য্যাদাকে উপেক্ষা ক'রে লীলার প্রতি খানিকটা গুরুজনগিরি প্রয়োগ করলে। নানাবিধ গুরুগম্ভীর উপদেশ বর্ষণের পর অবশেষে বল্‌লে, "আমি যা বল্‌লাম বুঝেছ?"

লীলা বল্‌লে, "বুঝেছি।"

উৎফুল্ল হ'য়ে শশিনাথ বল্‌লে, "তা হ'লে সুধীরের সঙ্গে বিয়েতে তোমার কোন অমত নেই ত?"

দন্তে অধর চেপে অবরুদ্ধ শ্বাসে লীলা বললে,—"না।"

শশিনাথ মনে করলে এ সহজ নির্ব্বিরোধী 'না', কিন্তু এ যে কঠিন অভিমান-প্রসূত কি দুর্দ্ধর্ষ অপরাজেয় 'না' তা আজ না বুঝলেও তার অবশিষ্ট জীবন তাকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে হয়েছিল। তার এবং লীলার মধ্যবর্ত্তী এই 'না' সে আর কোন দিনই উভয়ের মধ্য হ'তে অপসারিত করতে পারে নি;—এমন কি রেঙ্গুনগামী জাহাজের ডেকে যেদিন তারা উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল, সেদিনও বোধহয় নয়।

৩

বোটানিকাল গার্ডেন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা এমন একটা ব্যাপার ঘট্‌ল যা এই কাহিনীর সমস্যাকে বিশেষভাবে জটিলতর ক'রে তুললে। কিন্তু সে কথা বলবার পূর্ব্বে একটু আগেকার কথা বলা আবশ্যক।

হরিচরণ মুখোপাধ্যায় নামে শশিনাথের পিতার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পেন্সন গ্রহণের পর তিনি তাঁর অবিবাহিতা যুবতী কন্যা সরযূর সহিত বিলাসপুর

তিন চার দিন পরে উর্ম্মিলা ভয়ে ভয়ে শশিনাথকে জানালে যে, এ বিবাহে লীলা সুখী হবেনা।

শশিনাথ জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এটা তোমার অনুমান?—না, লীলা তোমাকে কিছু বলেছে?"

উর্ম্মিলা বল্‌লে, "ভাবে ভঙ্গীতে আকারে প্রকারে এমন কি কথায়বার্ত্তায় একরকম বলেছে, সে এ বিয়ে চায় না।"

"কি চায় তাও বলেছে না কি?"

"তাও একরকম বলেছে।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শশিনাথ বল্‌লে, "কি চায়?"

"তোমাকেই চায়।"

"আমাকে চায় মানে কি? আমাকে সে ভালবাসে?"

উর্ম্মিলা ধীর স্বরে বল্‌লে, "বাসে।"

উত্তেজিত হ'য়ে শশিনাথ বল্‌লে, "বাসে ত বেশ করে! কিন্তু দেখ বউদিদি, লীলার মনে বাস্তবিক যদি এ রকম কোনো বিকার এসে থাকে ত তার জন্যে তুমি আর দাদা দায়ী। আমাকে নিয়ে তোমরা কিছুদিন থেকে এমন উৎপাত লাগিয়েছ যে, তারও মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, সত্যিসত্যিই আমি হয় ত খুব একটা অদ্ভুত পদার্থ!"

গ্রামে বাস করছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে শশিনাথ এবং তার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বরেন বিলাসপুর গিয়ে গ্রামবাসীর অত্যাচার থেকে রোগগ্রস্ত হরিচরণ ও সরযূকে উদ্ধার ক'রে কোলকাতায় নিয়ে আসে। তদবধি সকন্যা হরিচরণ কোলকাতায় শশিনাথদের একটা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করছেন। বারম্বার দেখাশুনা এবং আলাপ পরিচয়ের মধ্যে সুন্দরী সরযূর প্রতি বরেন যে প্রেমাসক্ত হয়েছিল এ কথা শশিনাথের অবিদিত ছিল না! হরিচরণ একটু সুস্থ হ'লে কথাটা তাঁর কাছে উত্থাপিত করবে এই ছিল তার সঙ্কল্প।

এদিকে হরিচরণও একটি সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করবার জন্য মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছিলেন,— কারণ শরীরের যা অবস্থা, কোন্ দিন যে পরলোক থেকে ডাক আসে তার কোনই স্থিরতা নেই। সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ স্থির হ'য়ে যাওয়ার কথা শুনে দৃষ্টি পড়ল শশিনাথের উপর। সোমনাথ ও উর্ম্মিলার কাছে তিনি পেশ করলেন শশিনাথের

সহিত সরযূর বিবাহ-প্রস্তাব। সোমনাথ ও উর্ম্মিলা বললে যে, সরযূর মত রূপবতী এবং গুণবতী মেয়ে পাওয়া তারা সৌভাগ্য মনে করবে, কিন্তু শশিনাথের সম্মতির প্রয়োজন। তারা জানত সেখানে বাধা অনতিক্রমণীয়।

হরিচরণ মনে করছিলেন শশিনাথের নিকট কথাটা প্রথমে বরেনের দ্বারা উত্থাপিত করবেন, ঠিক সেই সময়ে শশিনাথও মনে করছিল বরেনের কথাটা হরিচরণের কাছে প্রস্তাব করবে, এমন সময়ে হঠাৎ দিন কুড়িকের জন্য বরেনের রেঙ্গুন যাওয়ার প্রয়োজন হ'ল। বিদেশ-যাত্রার গোলযোগের মধ্যে বিবাহ প্রস্তাবের উপযুক্ত সময় পাওয়া যাবে না মনে ক'রে শশিনাথ এবং হরিচরণ উভয়েই বরেনের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা স্থির করলেন।

বরেনের রেঙ্গুন যাত্রার কয়েক দিন পরে বোটানিকাল গার্ডেনে যাবার দিনের পূর্ব্ব-কথিত ঘটনা ঘট্‌ল। সন্ধ্যার পরে গৃহে উপনীত হয়ে শশিনাথ ও লীলা অবগত হ'ল যে, হরিচরণ বাবুর অবস্থা হঠাৎ শঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সোমনাথ ও উর্ম্মিলা সেখানে যাবার সময়ে ব'লে গিয়েছে যে, গৃহে ফেরবা মাত্র তারা যেন তথায় গমন করে।

শশিনাথ এবং লীলা যখন হরিচরণ বাবুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হ'ল তখন রোগীর অন্তিম কাল উপস্থিত। সোমনাথ হরিচরণের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার ক'রে বল্‌লে, "কাকা শশী এসেছে।"

চক্ষু উন্মীলিত ক'রে হরিচরণ বল্‌লেন, "কই! কই!"

শশিনাথ কাছে গিয়ে বললে, "এই যে কাকা আমি।"

সরযূ পাশে ব'সে কাঁদছিল, তার একটা হাত শশিনাথের হস্তে স্থাপন ক'রে হরিচরণ বললে, "বল গ্রহণ করলে?"

মুহূর্ত্তের ব্যাপার! ভাববারও সময় নেই, বোঝবারও নেই! মুমূর্ষুকে আশ্বাস দানে বঞ্চিত করতেও হৃদয় আঘাত পায়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শশিনাথের মুখ দিয়ে বহির্গত হ'ল, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন, সরযূর সব ভার আমি গ্রহণ করলাম।"

পরপারের যাত্রী নিশ্চিন্ত হয়ে চিরনিদ্রার আবেশে চক্ষু নিমীলিত করলেন। একমাত্র শশিনাথ ভিন্ন কক্ষে অপর যারা উপস্থিত ছিল সকলেই বুঝলে, শশিনাথ সরযূকে বিবাহ করতে প্রতিশ্রুত হ'ল সোমনাথ এবং উর্ম্মিলা ভাবলে, অঘটঘটনকুশল দৈবের কৌশলেই এ কেবল সম্ভব হ'ল।

৪

হরিচরণের শ্রাদ্ধের পর সোমনাথ সরযূকে নিজেদের গৃহে নিয়ে এল। ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, বিপদের বন্ধু শশিনাথের প্রতি সরযূর মনে মনে যে অপরিমিত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ছিল, দিনে দিনে তা প্রগাঢ় প্রেমে পর্য্যবসিত হ'ল। সে কিন্তু কিছুই জানলে না যে, ঠিক তারই মত বরেনের চিত্ত তার প্রতি অবিচ্ছিন্ন প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। লীলার বিবাহের পূর্ব্ব দিনে বরেন যখন রেঙ্গুন থেকে ফিরে এল তখন সে প্রথম সে কথা জানতে পারলে। সে আবার বরেনেরই মুখেই শুনে! কথায় কথায় সরল অসংশয়ী বরেন যখন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের প্রেরণায় তার প্রণয়গর্ভ চিত্তখানি সরযূর সম্মুখে উদ্ঘাটিত ক'রে ধরলে তখন সহৃদয়া সরযূ বিস্ময়ে এবং বিহ্বলতায় অসাড় হ'য়ে গেল! কিন্তু কয়েক মিনিট পরে

উর্ম্মিলা যখন প্রবেশ ক'রে শশিনাথের সহিত সরযূর বিবাহের কথা বরেনকে জ্ঞাপন করলে, তখন সরযূর সেই বিহ্বলতা হ'ল চতুর্গুণ,এবং একটা অপ্রত্যাশিত এবং অপরিমেয় বেদনা এবং লজ্জার আঘাতে আহত হ'য়ে বরেন মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বাড়ি ফিরে গেল।

পরদিন হ'ল সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ, এবং তৎপরদিন থেকে মানস-রাজ্যের নিকষ-কৃষ্ণ আকাশে অপরূপ আতসবাজির যে অবিশ্রান্ত লীলা চল্‌ল তার প্রথম অগ্ন্যুৎপাত হ'ল বরবধূ বিদায়ের পূর্ব্বে বধূর ট্রাঙ্কের মধ্যে শশিনাথের ব্যবহৃত এক জোড়া চটি জুতার সন্ধান পাওয়ায়।

সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ হ'য়ে যাওয়ার পরই অনাত্ম-বেদী শশিনাথের মনে যে সুষুপ্ত প্রেম অনুশোচনার মৃদু তাড়নায় জাগ্রত হ'তে আরম্ভ করেছিল, এই চটি জুতার ঘটনায় তা উগ্র হ'য়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু এই প্রেম উগ্রতম হ'য়ে শশিনাথকে উন্মত্ত ক'রে দিলে পরদিন যখন সুধীর ফুলশয্যার তত্ত্বর সহিত কনে ফেরৎ দিতেও উদ্যত হল! তখন ছুটল শশিনাথ বেশ্যা-পল্লীতে মালতীর সন্ধানে।

তারপর চমকপ্রদ ঘটনার আবর্ত্তে শশিনাথের জীবনকাহিনী যে ভাবে চিত্রপটে প্রকাশিত হয়েছে, ছায়াচিত্রে দেখলে আপনাদের হৃদয়ানুভূতি আলোড়িত করে তুলবে—

চিত্রপরিবেশক

এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটর্স

চিত্র মন্দিরের প্রচার বিভাগ হইতে ফনীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ১৮ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১৩।১এ, বিডন ষ্ট্রীট
বি, নান (পাবলিসিটি এজেন্ট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সর্ব্বস্বত্বাধিকারী—বি, নান

সঙ্গীত

— এক —

খেলার ছলে ভাসিয়েছিলাম
আমার মালার ফুলে,
জানিনে হায় কখন স্রোতে
ঠেক্‌ল তোমার কূলে।
আজকে আমার মনে মনে
আশা জাগে অকারণে
হয়ত সে ফুল পূজার তরে
নেবে তুমি তুলে॥

—মীরা ঘোষ

— দুই —

তোমারে হেরেছিনু জানি না কোন রাতে,
অধীর হিয়া মম চলেছে তব সাথে।
আজো স্মরণে আসে
সে কোন মধুমাসে
দুলেছি যেন দোঁহে ফুলের ঝুলনাতে॥
আমার প্রেম-রাধা তোমারি অভিসারে
না মানি' কোনো বাধা চলেছে বারে বারে।
আজো স্বপন-মাঝে
তোমারি বেণু বাজে,
জাগিছে কলগীতি হৃদয়-যমুনাতে॥

—মৃণাল ঘোষ

— তিন —

সখি, মনে মনে কেন হ'লি উতল?
প্রেমের টেম্পারেচার বুঝি হয়েছে চঞ্চল!
শীতের দুপুর বেলা এসেছে কি হঠাৎ ফাগুন,
অনুরাগের কারখানাতে লেগেছে কি বিরহ-আগুন,
সখি, আনিব ডেকে প্রণয় দমকল!
মাথা খাস্ বল কোন্ সে তরুণ চোর করেছে মন চুরি
হৃদয়-রেডিওতে বুঝি শুনেছিস্ তা'র মোহন বাঁশরী;
পরাস্-ছাঁদ্‌নাতলায় তা'রে মালার শিকল॥

—মনোরমা

আশিনাথ

— চার —

(বিবাহ দৃশ্যের গান)

পরাণ-বন্ধু মোর (জাগো) মিলন-মাধবী রাতে
যেমন নিশীথ-চাঁদ জাগে রজনীগন্ধা সাথে।
আমার কুসুম-ডোর (তব) পরাণে বাঁধিও প্রিয়,
তোমারি মালার দান (মোর) কণ্ঠে দুলায়ে দিও ;
সাথীহারা মোর হাতখানি (আজি) তুলে নাও তব হাতে॥

—ভবানী দাস

— পাঁচ —

আঁখি ফিরায়ো না প্রিয়তম।
(থাকো) নয়ন-তারা হ'য়ে নয়নে মম,
প্রিয়তম ॥
(যদি) ক্ষণেক না হেরি চাঁদে,
হৃদয়-চকোর কাঁদে,
(তাই) রাখিব তোমারে বুকে মালারি সম।
প্রিয়তম ॥

—ফুল্লনলিনী

— ছয় —

তোমার হাতে পরিয়ে দেব অনুরাগের রাঙা রাখী,
পিয়া পিয়া পিয়া বলে' ডাকবে আমার গানের পাখী।
তরুণ তব তনুর কূলে
ছন্দ-লহর উঠবে দুলে,
(আমি) নূপুর হ'য়ে জড়িয়ে রব তোমার চপল পায়ে সখি ॥

—গোপাল সেনগুপ্ত (অন্ধ গায়ক)

— সাত —

বৃন্দাবনের বাঁশী আমায় ডাক দিয়েছে রে
(আমি) রইতে নারি ঘরে।
আমি ফুল হয়ে তাই ভাস্‌লাম স্রোতে
বন্ধুর প্রেমের সাগরে ॥
(ওরে) এ বাঁশী যার বাজে কানে
কূলের বাধা সে কি মানে,
আমি ঘর ছেড়ে তাই পর হলাম গো
পরাণ-বন্ধুর তরে ॥

—ভবানী দাস

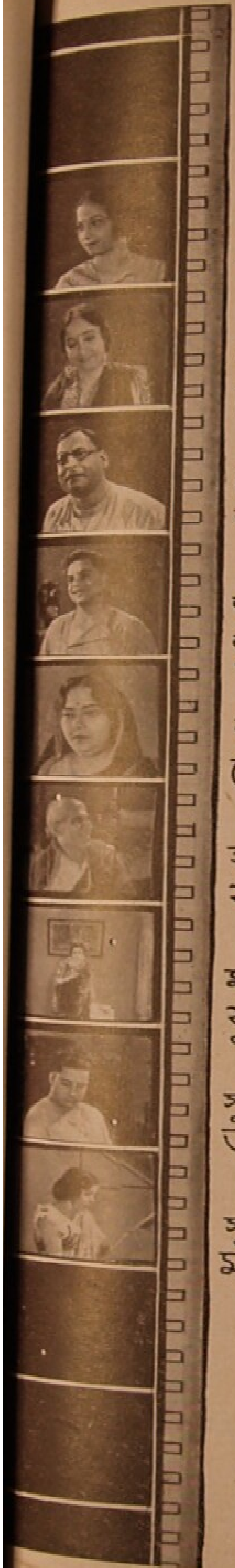

লীলা...
মীরা ঘোষ

সরযূ...
জ্যোৎস্না গুপ্তা

সোমনাথ...
অহীন্দ্র চৌধুরী

বরেন...
রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্ম্মিলা...
দেববালা

হরিচরণ...
ফনী রায়

মালতী...
ফুল্লনলিনী

সুধীর...
তারা মুখোপাধ্যায়

সুহাসিনী...
মনোরমা

শশিনাথ
মোহনলাল ঘোষাল

: অন্যান্য ভূমিকায় :
নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, রানী চৌধুরী, সেলিমা, ধীরেন ঘটক, গোপাল সেনগুপ্ত (অন্ধ গায়ক), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ), লীলা বসু, প্রকাশমনি, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) মৃনাল ঘোষ (এঃ), জীবেন বসু প্রভৃতি

চিত্রমন্দির

আর·বি·এস্

প্রোডাকশন